কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান - নতুন প্রজন্মের জন্য একটি মহতি প্রেরনা

গত ২৩শে জুলাই শনিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবির ও সোহেলের কোরান তেলোয়াত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। সামান্য ভূলত্রুটি সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যান্ত আকর্ষনীয়। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরনি, এরপর মাঝখানে খাবারের বিরতি সহ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহনে দীর্ঘ অনুষ্ঠানমালা এবং সবশেষে ছিল আব্দুল্লাহ আল মামুন, অমিয়া মতিন ও সিরাজুস সালেকিনের অনেক গুলো গান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়াস্থ গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় হাই কমিশনার জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলা এবং বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্যারামাট্টা এলাকার ফেডারেল এমপি মিসেস জুলি ওয়েন, কাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলের মাননীয় মেয়র মি. ব্রেন্টন ব্যানফিল্ড, বাংলাদেশ সরকারের অনারারী কন্সাল জেনারেল মি. এ্যান্থনী খৌরি এবং উয়েরিয়া এলাকার ফেডারেল এমপি মাননীয় ক্রিস হেইজের উপদেস্টা মি. স্টীভ ডার্সি।

প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বের পর ছিল বাংলা স্কুল আয়োজিত উন্মুক্ত প্রতিযোগীতা ও ক্লাশ প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরনী। বিপুল উৎসাহ নিয়ে বিজয়ীরা অতিথীবৃন্দের কাছ থেকে তাদের ট্রফি এবং সার্টিফিকেট গ্রহন করে। এসময় মান্যবর হাই কমিশনার বিজয়ীদের সবার সাথেই কথা বলেন এবং ওদেরকে উৎসাহ দেন। এরপর শুরু হয় নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহনে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠানমালা। এতে ছিল একক ও দলীয় আবৃতি, একক ও দলীয় সংঙ্গীত, এবং নৃত্য। অংশগ্রহনে ছিল নাদিয়া, ইকরা, সানাম, সুবাহ, অর্পা, মাশরুর, স্বপনীল, দিবস, স্বর্নী, রাত্রী, আনিকা, মুনিয়া, মাহিমা, প্রিয়ম, সুমাইয়া, অরনী, প্রিয়তা, রোসানী, রিখিয়া, ফাইজা, মৌমিতা, রায়ান, ইনাশা, ইনারা, মাইসা, লামিছা, মুনিরা, শায়েরী, ফারজিন, নির্ঝর ও মুমু। সমগ্র অনুষ্ঠানের তবলা সহযোগীতায় ছিল সজিব। অনুষ্ঠানের সবগুলি পরিবেশনাই ছিল অত্যান্ত চমৎকার। স্বর্নী, আনিকা ও রিখিয়ার বাংলায় সাবলীল উপস্থাপনা সবাইকে আকৃস্ট করে। নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সবগুলি ইভেন্টই দর্শকদের মন কেড়েছে। ছেলেমেয়েদের সুনিপুন কথা বলা, আবৃত্তি, নাচ ও গানের দক্ষতায় অভিভূত মান্যবর হাই কমিশনার তাদের এবং তাদের পিতামাতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে এগুলো ধরে রাখার জন্য অনুপ্রেরনা দেন। এক পর্য্যায়ে তিনি স্কুলের সভাপতি জনাব আব্দুল জলিলকে ছেলেমেয়েদের এই ধরনের শিক্ষামূলক ভাষা-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে হাই কমিশনের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করবেন বলে স্বপ্রণোধিতভাবে উল্লেখ করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে মাননীয় হাই কমিশনার জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলা তাঁর বক্তৃতায় অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন প্রজন্মান্তরে বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যমেই একমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা যাবে। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলা সংস্কৃতির প্রতি আকৃস্ট এবং চর্চা করানোর জন্য কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের ভূয়সী প্রশংসা করেন, সেই সাথে আরো যে সমস্ত বাংলা স্কুল ও শিক্ষকবৃন্দ এধরনের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তাদেরও প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি NSW LOTE বাংলা অন্তর্ভূক্ত করানোর ব্যাপারে বাংলা প্রসার কমিটির নিরলস প্রচেস্টার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলা শিখানোর জন্য বাংলাদেশী সহ সকল বাঙ্গালীদের এগিয়ে আসার

আহবান জানান। ফেডারেল এমপি মিসেস জুলি ওয়েন বলেন আমার ইলেক্টোরেট অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি অন্যতম মাল্টি-কালচারাল এলাকা। এখানে প্রায় ৫০০০ বাঙ্গালী বসবাস করে এবং আমার দৌড়গোড়ায় তারা খুব স্বক্রিয়। মেয়র ব্রেন্টন ব্যানফিল্ড বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাস্ট্রদূত জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলাকে ক্যাম্বেলটাউন এলাকায় স্বাগত জানিয়ে বলেন এই এলাকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে তিনি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সহযোগীতা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন সকল এথনিক কমিউনিটিরই উচিৎ তাদের Background Language and Culture এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা। বহু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অস্ট্রেলিয়ায় এই সুযোগ তাদের হারানো উচিৎ নয়। অনারারী কন্সাল জেনারেল মি. এ্যান্থনী খৌরি বলেন প্রত্যেক কমিউনিটির নিজস্ব ভাষা শিখা এবং চর্চা করা তাদের অধিকার। এই অধিকার রক্ষা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মি. খৌরি একজন লেবানিজ ব্যাকগ্রাউন্ডের সদস্য এবং এখনও পারিবারিকভাবে আরবি ভাষা চর্চা করে যাচ্ছেন। মি. স্টীভ ডার্সি সম্মানিত ক্রিস হেইজের পক্ষ থেকে কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের সদস্যবৃন্দকে স্কুল পরিচালনা ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার সমাপ্তি পর্বে কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের সভাপতি জনাব আব্দুল জলিল যিনি বাংলা প্রসার কমিটিরও সভাপতি আগামী বছর NSW Saturday School of Community Languages এর বাংলা ক্লাশে ব্যাপক অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান এবং স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির সকলকে বাংলা স্কুলে ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে তিনি প্রধান অতিথী সহ সকল আমন্ত্রিত অতিথীবৃন্দ, মিডিয়াসহ সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ যারা এই অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রচার, শৈল্পিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে আলোচনা পর্বের শুরুতে সংক্ষিপ্ত স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের সাধারন সম্পাদক জনাব মাসুদ চৌধুরী এবং অভিভাবকদের পক্ষ বক্তব্য রাখেন ড: শেখ মাহবুবুল আলম।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব নাজমুল আহসান খান এবং সহযোগীতায় ছিলেন স্কুলের দুই শিক্ষক মিসেস খুরশিদা রহমান ও মিসেস নাসরিন সুলতানা। বড়দের পরিবেশনা পর্বের উপস্থাপনায় ছিলেন মিসেস নাসিমা হাসান। মাননীয় হাই কমিশনার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। হাই কমিশনারের এই ধৈর্য্য ও উদ্দীপনা দেখে উপস্থিত সকলেই মোহিত হন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আব্দুললাহ আল মামুন, অমিয়া মতিন ও সিরাজুস সালেকিনের পরিবেশনা ছিল সবার জন্য বাড়তি আকর্ষন, এ যেন সুস্বাদু কেকের উপর ক্রীমের প্রলেপ। সবশেষে আকর্ষনীয় রাফেল ড্র এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

প্রেস রিলিজ
কাম্বেলটাউন বাংলা স্কুল